বুয়েটে ছাত্ররাজনীতিতে কোনো বাধা নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

০২ এপ্রিল, ২০২৪ ০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান ও বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ারের হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল সোমবার রুলসহ এই আদেশ দেন। রিট করেন বুয়েটের ২১ ব্যাচের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ হোসেন রাহিম রাব্বি।

হাইকোর্টের আদেশের বিষয়ে বুয়েট উপাচার্য সত্য প্রসাদ মজুমদার বলেছেন, আদালতের আদেশ শিরোধার্য।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলছেন, ছাত্ররাজনীতিবিহীন বুয়েটের পরিবেশ ছিল সর্বোচ্চ নিরাপদ ও শিক্ষাবান্ধব। এ দাবিতে তাঁরা অটল।

২০১৯ সালে শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার পর শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ওই বছর ১১ অক্টোবর বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়।

হাইকোর্টের রুলে জানতে চাওয়া হয়, সংবিধানের ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর লঙ্ঘন করে এই বিজ্ঞপ্তি জারি কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব, বুয়েটের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

হাইকোর্টের আদেশ

- রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত স্থগিত
- আদালতের আদেশ শিরোধার্য : উপাচার্য
- ‘ছাত্ররাজনীতিবিহীন বুয়েটের পরিবেশ ছিল সর্বোচ্চ নিরাপদ ও শিক্ষাবান্ধব’
- সাধারণ শিক্ষার্থীর নামে উগ্র মৌলবাদের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক ও নুরুল ইসলাম সুজন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী এম হারুনুর রশীদ খান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আবুল কালাম খান দাউদ।

আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক পরে সাংবাদিকদের বলেন, ‘তখন (২০১৯ সালে শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার পর) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছিল, ঠিক আছে। কিন্তু সংবিধানের ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে সমাবেশ করা, রাজনৈতিক দল করা মৌলিক অধিকার এবং বাকস্বাধীনতার অংশ। আদালত বিজ্ঞপ্তিটি স্থগিত করে রুল জারি করেছেন। ফলে বুয়েটে এখন থেকে ছাত্ররাজনীতি করার আর কোনো বাধা থাকছে না।’

গত ২৮ মার্চ গভীর রাতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি, দপ্তর সম্পাদকসহ অনেকে বুয়েট ক্যাম্পাসে যান।

এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে ক্যাম্পাসে নতুন করে রাজনীতি শুরুর পাঁয়তারা হিসেবে দেখছেন শিক্ষার্থীরা।

তাঁদের ভাষ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমালা লঙ্ঘন করে পুরকৌশল বিভাগের ইমতিয়াজ হোসেন এ সমাগম ঘটান। এ ঘটনায় ২৯ মার্চ বিকেলে বুয়েটের শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হয়ে শিক্ষার্থীরা সংবাদ সম্মেলন করেন। এরপর তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালকের (ডিএসডাব্লিউ) কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখান। সংবাদ সম্মেলন থেকে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

‘ছাত্ররাজনীতিবিহীন বুয়েটের পরিবেশ ছিল সর্বোচ্চ নিরাপদ’

ছাত্ররাজনীতিবিহীন বুয়েটের পরিবেশ সর্বোচ্চ নিরাপদ ও শিক্ষাবান্ধব ছিল বলে দাবি করেছেন বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গতকাল সন্ধ্যায় বুয়েটের ড. এম এ রশীদ প্রশাসনিক ভবনের সামনে চলমান ছাত্ররাজনীতিবিহীন ক্যাম্পাস বজায় রাখার দাবিতে আন্দোলনের বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এসব কথা বলেন।

সব শিক্ষার্থীর মতামত বিচার বিভাগে তুলে ধরতে বুয়েট প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি না থাকার আমাদের যে দাবি, তার যৌক্তিকতা নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ ও অটল। যে ছাত্ররাজনীতি র‍্যাগিং কালচারকে প্রশ্রয় দেয়, ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ খুলে দেয়, যার বলি হতে হয় নিরীহ ছাত্রদের, তা আমাদের জন্য ভালো কিছু কখনোই বয়ে আনেনি, আনবেও না।

শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আমরা বর্তমান শিক্ষার্থীরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি পূর্ণ ভরসা এবং আস্থা রাখি। তাঁদের কাছ থেকেই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি, তাঁরাই আমাদের প্রতিটি ক্লাসরুমে প্রতিটি ল্যাবের নায়ক। গত চার বছরে আমরা শিক্ষার্থীরা এমনটা কখনো অনুভব করিনি যে তাঁরাও চান পুনরায় ছাত্ররাজনীতি প্রবেশ করে সেই অন্ধকার দিনগুলো ফিরে আসুক।

রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের আকাঙ্ক্ষা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করতে উপাচার্যের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আমরা আমাদের মাননীয় ভিসি স্যারের ওপর আস্থা পোষণ করি। আমরা শিক্ষার্থীরা আমাদের মাননীয় ভিসি স্যারকে এই আরজি জানাচ্ছি, বুয়েট শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের যে আকাঙ্ক্ষা, তিনি যেন তা সব আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করেন।

উপাচার্য যা বললেন

বুয়েটে রাজনৈতিক সংগঠন ও এর কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত স্থগিতের আদেশে বুয়েট উপাচার্য সত্য প্রসাদ মজুমদার সাংবাদিকের বলেন, 'আদালতের আদেশ শিরোধার্য। কোর্ট যেটি বলবেন, সেটি আমাদের মানতে হবে। সেটি করতে গেলে আমাকে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই করতে হবে।'

হাইকোর্টের রায়ের পর এখন কী করবেন, জানতে চাইলে বুয়েট উপাচার্য সত্য প্রসাদ বলেন, 'এটি নিয়ে আমরা উকিলের সঙ্গে আলোচনা করব। কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী তো আমাদের চলতে হবে। অ্যাজ পার ল আমাদের এগোতে হবে।'

বুয়েট শিক্ষার্থী এবং ছাত্রলীগ সদস্য ইমতিয়াজ রাব্বির আবাসিক সিট বাতিলের সিদ্ধান্তটি নিয়ম মেনে করা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, 'রাজনীতিমুক্ত থাকার যে সিদ্ধান্তটা ২০১৯ সালে নেওয়া হয়েছিল, সে অনুযায়ী কেউ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলে তাকে বহিষ্কার করা হবে। সে ইনভলভড বলেছিল। কমিটিতে (ছাত্রলীগের কমিটি) তার নাম আছে। তখন তাকে নাম উইথড্র করতে বলা হয়েছে। সে পদত্যাগপত্র দিয়েছে, কিন্তু এখনো ফাইনাল হয়নি। সে কারণে আমরা তার হল ও সিট বাতিল করেছি। অ্যাকোর্ডিং টু রুলস, সে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হতে পারত। সেটা আমরা করিনি।'

ছাত্ররাজনীতি চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজনৈতিক পরিবেশ ঠিক থাকবে কি না, জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, এই পরিবেশ ঠিক রাখতে গেলে ছাত্র, শিক্ষক এবং আমরা যারা প্রশাসন আছি, সবাই মিলে এটিকে ট্রান্সফরমেশন করতে হবে। কিভাবে এটি করা যায়, সেটি আলোচনার মাধ্যমে বের করতে হবে।

উগ্র মৌলবাদে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

আন্দোলনের নামে বুয়েটে অচলাবস্থা সৃষ্টির দায়ে সাধারণ শিক্ষার্থীর নামে হিযবুত তাহরীর, শিবির ও উগ্র মৌলবাদের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা।

গতকাল বুয়েট প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক থেকে বের হয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (আইইবি) এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান আইইবির সভাপতি ও বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক নেতা প্রকৌশলী আবদুস সবুর। এ সময় পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয় বলে জানান আবদুস সবুর। বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বুয়েটের ড. এম এ রশীদ প্রশাসনিক ভবনের সামনে গতকাল সংবাদ সম্মেলন করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ